২৯-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি "অব্যক্ত বাপদাদা " ওম্ শান্তি রিভাইস : ২১-০২-৮৩

॥ শান্তির শক্তি ॥

আজ, অমৃতবেলায় বাপদাদা চারিদিকে তাঁর বাচ্চাদের দেখতে সফর করতে বেরিয়েছিলেন । সফর করতে করতে বাপদাদা শক্তিসেনা এবং পাণ্ডব সেনার প্রস্তুতি দেখছিলেন যে কতদূর পর্যন্ত সেনারা এভাররেডি এবং তাদের অস্ত্রসমেত শক্তিশালী হয়েছে । তোমরা সময়ের অপেক্ষা করছো নাকি সদা নিজেদের সম্পন্ন রাখতে প্রস্তুত হচ্ছ ? সেইজন্যই বাপদাদা আজ সেনাপতি রূপে সেনাদের দেখতে গিয়েছিলেন । প্রধান বিষয় হলো, সায়েন্সের শক্তির ওপরে সাইলেন্সের শক্তি বিজয়ী হয় । বাবা দেখছিলেন, তোমরা সংগঠিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতখানি সাইলেন্সের শক্তি প্রাপ্ত করেছ । সাইলেন্সের শক্তির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ স্ব-পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন, বৃত্তি পরিবর্তন, সংস্কার পরিবর্তন তোমরা কতদূর করতে পারো বা করেছ ?

আত্ম-স্মৃতি বজায় রাখা এবং বর্ণনা করাও আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান সময় অনুসারে সকল আত্মাই প্রত্যক্ষ ফল দেখতে চায় । তারা প্রত্যক্ষ ফল দেখতে চায় অর্থাত্ প্র্যাকটিক্যাল প্রুফ দেখতে চায় । অতএব, সাইলেন্সের শক্তি তোমাদের শরীরের ওপর প্রয়োগ করো । একইভাবে, বিশ্বের আত্মারাও দেখতে চায় তোমরা কতদূর মনের ওপরে, কর্মের ওপরে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের সাথে কত পার্সেন্টে তোমরা প্রয়োগ করতে পারছো ! সব ব্রাহ্মণ আত্মাও সদা প্রত্যক্ষ প্রুফের রূপে নিজেদের বিশেষ থেকেও বিশেষ অনুভব করতে চায় । রেজাল্টে অর্থাত্ ফলস্বরূপ সাইলেন্সের শক্তির তাত্পর্য অনুযায়ী, এই শক্তিকে বিধিপূর্বক প্রয়োগ করায় খামতি থেকে যায় । প্রবল আকাঙ্ক্ষাও আছে এবং নলেজও আছে কিন্তু এখন তোমরা প্রয়োগ করতে করতে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । সাইলেন্সের শক্তির সূক্ষ্ম প্রাপ্তি অনুভব করতে করতে, নিজের এবং অন্যের প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তোমাদের আরও বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে । বিশ্বের আত্মাদের এবং তোমার সংস্পর্শে- সম্বন্ধে আসা আত্মাদের যেন এই উপলব্ধি হয় যে, এই বিশেষ আত্মা বা বিশেষ আত্মাদের দ্বারা তারা শান্তির কিরণ লাভ করছে । সবার থেকেই যেন চলমান "শান্তি যজ্ঞকুন্ডের" অনুভব হয় । তোমরা-রচনার মধ্যে খুব ছোট জোনাকি (ফায়ার ফ্লাই) যেমন দূর থেকে নিজের আলোর অনুভব করায় । দূর থেকেই দেখে সবাই বলবে, এই যে জোনাকি আসছে, যাচ্ছে । ঠিক একইভাবে তাদের বুদ্ধিতে অনুভব হতে দাও, এই শান্তির অবতার তাদের শান্তি দিতে আসছে । চতুর্দিকের অশান্ত আত্মারা শান্তির কিরণের আধারে শান্তিকুন্ডের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসবে । তৃষ্ণার্ত যেমন নিজে থেকেই জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, একইভাবে, তোমরা শান্তির অবতার, আত্মাদের দিকে অন্য আত্মারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে । এই শান্তির শক্তি এখন আরও অধিক প্রয়োগ করো । শান্তির শক্তি ওয়্যারলেসের থেকেও তীব্র গতিতে তোমার সংকল্প যে কোনও আত্মার প্রতি পৌঁছে দিতে পারে । সায়েন্সের শক্তি যেমন পরিবর্তন, বৃদ্ধি, বিনাশ নিয়ে আসে; সৃজন করে, হাহাকারের কারণ হয় এবং আরামও দেয় । কিন্তু সাইলেন্সের শক্তির বিশেষ যন্ত্র হলো, শুভ সংকল্প । সংকল্পের এই যন্ত্র দ্বারা তুমি যেমন চাও তা' সিদ্ধিস্বরূপে দেখতে পারো । প্রথমে নিজের প্রতি প্রয়োগ করে দেখ । শারীরিক যে কোনো ব্যাধিতে প্রয়োগ করো । সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা কর্ম বন্ধনের যেকোন রূপ, মধুর সম্পর্কে বদলে যাবে । বন্ধন সদা কটু হয়, সেখানে সম্পর্ক হয় মিষ্টি । সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা, কর্মের দুঃখভোগ, কর্মের কঠিন বন্ধন, জলের রেখা বলে অনুভব হবে । দুঃখভোগী হয়ে তোমরা কোনও অনুভব করবে না, কর্মের ফল ভোগ করছি এও নয়, কিন্তু সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে এই

হিসেবনিকেশের দৃশ্য তুমি দেখতে থাকবে; দেহের সাথে সাথে মনের অসুস্থতা – এই ডবল অসুস্থতার কারণে তা' দুঃখভোগের অতি কঠিন রূপে দেখা দেয় । যেমনই হোক, সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং বাবার স্নেহযুক্ত হয়ে তোমরা ডবল শক্তির অনুভব করবে । এই ডবল শক্তি দ্বারা তখন কর্মবন্ধনের যেকোন শক্তির ওপর তুমি বিজয়লাভ করবে । অসুখ-বিসুখ যত বড়ই হোক, কোনও ব্যথা বা কষ্টভোগের অনুভব হবেনা । অন্য কথায় যাকে তোমরা বলো, 'শূল থেকে কাঁটায় পরিণত হওয়া ' এইরকম অনুভব হবে । সেইরকম টাইমে প্রয়োগ ক'রে দেখো । কোনো কোনো বাচ্চা এটা করেও । তোমাদের তন, মন, সংস্কারের ক্ষেত্রে এটা অনুভব করতে থাকো এবং সদা সামনে এগিয়ে চলো । এটা রিসার্চ করো, পরস্পরকে দেখোনা – ইনি কি করছেন ? ইনি কোথায় করলেন ? পুরানোরা করছে কি করছেনা, সেটা দেখো না, বড়রা করেনা ছোটরা করে – এইসব কোনকিছু দেখো না । 'আমি প্রথম'-এই অনুভবে এগিয়ে যাও, কারণ এটা তোমার নিজস্ব পুরুষার্থের বিষয় । যখন তুমি এইভাবে নিজেই নিজেকে এই প্রয়োগে যুক্ত ক'রে অবিরত এগোতে থাকো, তখন সকলের শান্তির শক্তি সংগঠিতরূপে বিশ্বের ওপর প্রভাব ফেলে । আজকাল তোমরা বিশ্ব শান্তির কনফারেন্সের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে ফার্স্ট স্টেপ নিয়েছ । যাই হোক, যখন শান্তির শক্তিপুঞ্জ সংগঠিতভাবে প্রত্যক্ষ হবে তখন তোমরা নিমন্ত্রণ পাবে, "হে শক্তির অবতার, শান্তির অবতার ! এই অশান্ত স্থানে এসে আমাদের শান্তি দাও !" বর্তমানে, সেবায় যেমন অশান্ত হলে (কারও মৃত্যু উপলক্ষে) মানুষ তোমাদের ডাকে, এসো, এসে শান্তি দাও । ধীরে ধীরে এটা আরও আরও প্রসিদ্ধ হচ্ছে যে, একমাত্র ব্রহ্মাকুমারীগণ পারে শান্তি দিতে । এইভাবে সবরকম অশান্ত পরিস্থিতির জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ আসবে । অসুস্থতার সময় যেমন ডাক্তার ছাড়া কিছু মনে আসেনা, এইরকম অশান্ত কোনো বিষয়ে তোমরা শান্তির অবতার ছাড়া আর কেউ মনে আসবেনা । অতএব, এখন, শক্তিসেনা এবং পাণ্ডব সেনা বিশেষ শান্তির শক্তি প্রয়োগ করো । প্রয়োগ করে তা' অন্যদের প্রদর্শন করো । শান্তির শক্তির উত্পত্তিস্থল প্রত্যক্ষ করো । কি করতে হবে তোমাদের, বুঝেছ তোমরা ?

আজকাল, ডবল বিদেশী বাচ্চাদের অধিকারবলেও অন্য সব বাচ্চাদেরও ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের প্রাপ্তি হতে থাকে । তোমরা সব বাচ্চারা যেখান থেকেই এসেছ, বাপদাদা সব স্থানের বাচ্চাদের গভীর অনুরাগ দেখে পুলকিত হন । পাঁচ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন । তোমরা সবাই বিস্ময়কর কার্যসমূহ সম্পন্ন করেছ । পুরুষার্থে তোমাদের যে লক্ষ্য ছিলো তা' তোমরা প্র্যাকটিক্যাল রূপে নিয়ে এসেছ । বিদেশ থেকে টোটাল কতজন ভি .আই .পি .এসেছে ? (৭৫) আর ভারতের কতজন ভি .আই .পি এসেছে ? (৭০০) সংবাদিকরূপে ভারতের বিশেষত্ব ভালো । আর বিদেশ থেকে ৭৫ এসেছে, এও কিছু কম নয় । অনেক এসেছে । আগামী বছর আরও অনেক আসবে । আসার জন্য গেট খুলেই গেছে, তাই না ! প্রথমদিকে, বিদেশের টিচারেরা বলতো যে, ভি .আই .পি-দের নিয়ে আসা খুব কঠিন; সেইরকম লোকজন তো দেখা যায়না । এখন দেখতে পাচ্ছ তোমরা । বিঘ্ন থাকতেই পারে, ব্রাহ্মণের কার্যে বিঘ্ন না থাকলে প্রীতও যে থাকতে পারবেনা ! নয়তো তোমরা অসাবধান হয়ে যাবে । এই কারণে ড্রামা অনুসারে বিঘ্ন আসেই তোমাদের অনুরাগ বাড়াতে । এখন অনেকের মধ্যে প্রবল উদ্যম দেখা দেবে, যখন তারা প্রত্যেকের থেকে গভীর ধ্বনি শুনবে ।

বাচ্চারা খুব চমত্কার সব কার্য করেছে । সার্ভিসে খুব ভালো প্রমাণ দিয়েছ তোমরা । তাদেরকে সেবার চান্স দিতে তোমরা নিমিত্ত হয়ে গেছ, তাই না ! একজনের আওয়াজ সহজেই অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই তো ? আমেরিকা থেকে যারা এসেছে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে । তোমরা

সাহস বজায় রেখেছ, ড্রামা অনুসারে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত আত্মাদের বিদেশীরাই নিয়ে এসেছে, তাই না ? ভারতবাসী বাচ্চারাও খুব প্রচেষ্টা করেছে আর সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভালো সংখ্যক লোক এসেছে । এখন ভারতের বিশেষ আত্মারাও আসবে । আচ্ছা ।

বিদেশ থেকে আসা সব বাচ্চাদের এবং ভারতের চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের, যাদের একটাই বিশেষ শুদ্ধ সংকল্প আছে যে বিশ্বের কোণে কোণে বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বজা ওড়াবে, যাদের এইরকম শুভ সংকল্প আছে, সেই বিশ্ব পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপ দাদার সাক্ষাত্কারঃ
বরদান ভূমিতে এসে বরদান নিয়েছ ? সবচেয়ে বড় থেকেও বড় বরদান হলো, বাবা দ্বারা বাবার সাথের অনুভব করা । সদা বাবার স্মরণে থাকা অর্থাত্ বাবার সাথে থাকা । তাহলেই সদা তোমরা খুশি থাকবে । কখনও কোনো অবস্থা সম্বন্ধে কোনরকম সংকল্প এলে বাবার সঙ্গ নিলে সব সমাপ্ত হবে আর তুমি সদা খুশিতে নাচতে থাকবে । অতএব, খুশি থাকার এই বিধি সদা স্মরণে রেখো এবং অন্যকেও এই বিধি দেখিও । খুশিতে থাকার উপায়ও অন্যদের জানিও । তখন সকল আত্মা তোমাকে খুশির দেবতা বলে মানবে, কারণ বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খুশি । অবিরত সেটা দিতে থাকো । 'আমি খুশির দেবতা ' এই টাইটেল মনে রেখো ।

স্মরণ এবং সেবার ব্যালান্স দ্বারা বাবার থেকে সদা ব্লেসিংস্ পাবে । ব্যলান্স সবচেয়ে মহান কলা । সবকিছুতে ব্যালেন্স থাকলে সহজেই তুমি নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে । ব্যালেন্সই অনেক আত্মাদের সামনে ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাত্কার করাবে । ব্যালেন্সকে সদা স্মৃতিতে রেখে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব ক'রে নিজেও সামনে এগোও আর অন্যদেরও এগোতে সহায়তা করো । সদা এই স্মৃতি জাগিয়ে রাখো যে, বাবাকে জেনেছে এবং বাবাকে পেয়েছে 'কোটির মধ্যে কেউ' যে আত্মাদের জন্য গাওয়া হয়েছে, তারা তোমরাই । এই খুশিতে থাকলে তোমাদের চেহারা চলমান সেবাকেন্দ্র হয়ে যাবে । সার্ভিস সেন্টারে এসে যেমন বাবার পরিচয় পায় সেভাবেই তারা তোমাদের সদা উত্ফুল্ল চেহারা থেকে বাবার পরিচয় পেতে থাকবে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের এইরকমই যোগ্য মনে করেন । কত সেবাকেন্দ্র এখানে বসে আছে ! সুতরাং, সদা এইরকম ভাবো যে, চলতে ফিরতে, খেতে-শুতে, তোমাকে নিজের চেহারা এবং আচরণ দ্বারা বাবার সেবা করতে হবে । তখন সহজেই নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে । আদি থেকে তোমরা বাচ্চারা তোমাদের প্রবল উদ্যম-উত্সাহে সেবায় সহযোগ দিচ্ছ । বাপদাদাও সহযোগ দিয়ে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের আরামের সাথে রাখবেন । মেহনত করতে হবেনা । খাও-দাও আর তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যভাগ্য ভোগ করো । অর্ধেক কল্প মেহনত শব্দই থাকবেনা । এইরকম ভাগ্যই বানাতে এসেছ ।

কুমারদের সাথেঃ-
কুমার জীবনে তাদের অনেক এনার্জি থাকে; তারা যেমন চায় করতে পারে । এই কারণে বাপদাদা কুমারদের দেখে বিশেষভাবে খুশি হন । কারণ তোমরা তোমাদের এনার্জি ডেস্ট্রাকশনের পরিবর্তে কনস্ট্রাকশনের কাজে প্রয়োগ করো । তোমরা কুমারেরা প্রত্যেকে বিশ্বকে নতুন বনানোর জন্য নিজের এনার্জি দিচ্ছ । কত শ্রেষ্ঠ কার্য করছো তোমরা । একজন কুমার দশের কাজ করতে পারে । কুমাররা, তাইতো বাপদাদা তোমাদের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করেন । কুমার জীবনেই নিজেদের জীবন সফল করেছ ! তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা, তাই না ? খুব ভালো সময়ে তোমরা নিজেদের জীবনের

সিদ্ধান্ত নিয়েছ । এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কোনও ভুল তো করনি ? করেছ ? তোমরা নিশ্চিত, তাই না ? এটা ভুল বলে যদি কেউ তোমায় টানে, তখন ? এমনকি বিশ্বের সমস্ত আত্মা একদিকে আর তুমি একদিকে, তখন কি হবে ? তুমি বোলো, 'আমি একা নই, বাবা আমার সাথে আছেন । বাপদাদা খুশি হন যে তোমরা তোমাদের জীবন বানিয়েছ এবং অন্য অনেকের জীবন বানানোর নিমিত্ত হয়েছ । আচ্ছা !

পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য বাপদাদা সব বাচ্চাদের জন্য টেপ-এ স্মরণ-স্নেহ রেকর্ড করেছেন

চতুর্দিকের সব হারানিধি, স্নেহী, সহযোগী, সার্ভিসেবল্ বাচ্চাদের শুধু পত্র নয়, তাদের হৃদয়ের সুমধুর গীতের মিষ্টি সুর-ধ্বনি বাপদাদা শুনেছেন । বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়ে বাবাকে যত স্মরণ করো, তার শতগুণ অধিক, বাপদাদা তোমাদের স্মরণ করেন । তিনি তোমাদের ইমার্জ ক'রে স্নেহ দেন এবং টোলি খাওয়ান । এখনও টোলি তোমাদের সামনে । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে, কেক কাটা হচ্ছে আর সেই কেক তোমরা বাচ্চারা খাচ্ছ । সব বাচ্চাদের অবস্থা এবং সার্ভিসের সমাচার বাপদাদা শুনেছেন । সার্ভিসের ক্ষেত্রে তোমাদের সকলেরই প্রবল উদ্যম আর উত্সাহ আছে । এখন কমবেশি মায়ার বিঘ্ন যে দেখছ , সেইসব নাথিং ন্যু ! মায়া শুধু পেপার নিতে আসে । মায়াকে দেখে ঘাবড়ে যেওনা । খেলনা মনে করে খেল তো মায়া তোমাদের আক্রমণ করবে না । পরিবর্তে তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে । সেইজন্য কি হয়েছিলো সেই ব্যাপারে বেশি ভেবোনা, হয়ে গেছে সুতরাং, ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও এবং সামনে পদমগুণে যা কিছু আছে, সব ভরে নাও । এগিয়ে চলো আর অন্যকেও এগিয়ে চলার সমর্থ বানাও । বাপদাদা তোমার সাথে আছেন, মায়ার কারসাজি আর চলবে না । সুতরাং ভয় পেয়োনা । খুশিতে নাচো, গাও । এখন নিজেদের রাজ্য এলো প্রায় । হে স্বরাজ্য অধিকারী, বিশ্বের রাজ্যভাগ্য তোমার অপেক্ষা করছে । আচ্ছা !

বাপদাদা তোমাদের সবাইকে স্মরণে অনেক অনেক স্নেহ এবং নির্বিঘ্ন হওয়ার বরদান দিচ্ছেন । যে বাচ্চারা স্থূল ধন কম হওয়ার কারণে এখানে আসতে পারছেনা, বাপদাদা তাদেরও স্মরণ করছেন । তোমাদের অর্থ কম থাকা সত্ত্বেও তোমরা বাদশাহ, কারণ এখনকার রাজাদের যা নেই, তোমাদের অর্থাত্ আত্মাদের কাছে অবিনাশী ধন জন্মের পর জন্ম ধরে জমা আছে । এইরকম বেগমপুরের বাদশাহ এবং ভবিষ্যত্ বিশ্বের বাদশাহদের বাপদাদা অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ দেন । এমন বাচ্চারা অন্তর্মন থেকে এখানে আর শারীরিকভাবে ওখানে, এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের সামনে দেখে সামনাসামনি স্মরণ-স্নেহ দেন । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- সম্পূর্ণতার স্থিতি দ্বারা প্রকৃতিকে অর্ডার ক'রে বিশ্ব পরিবর্তক হও

তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা যখন সংগঠিতভাবে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্থিতির সাথে বিশ্ব পরিবর্তনের সংকল্প করবে তখন এই প্রকৃতি বিপর্যয়ের ডান্স শুরু করবে । বায়ু, ধরণী, সমুদ্র, অগ্নির বিপর্যয় সবকিছু সাফাই করবে । যতই হোক, এই প্রকৃতি তোমাদের অর্ডার তখনই মানবে যখন প্রথমে তোমার নিজের সহযোগী কর্মেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি-সংস্কার তোমার অর্ডার মানবে । এর সাথে পাওয়ারফুল তপস্যার স্থিতি এত উঁচু হতে হবে যে একসাথে সবার সংকল্প হবে 'পরিবর্তন ' -
এবং প্রকৃতি তখন তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- সদা অন্যদের ভগবান স্মরণ করিয়ে তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা তাদের ভাগ্য বানাও ।